মাননীয়,

সিনিয়র সহকারী জজ আদালত ছাগলনাইয়া,ফেনী।

জিলা-ফেনী।

দেওয়ানী মামলা নং- ৫৭/২০২০ইং

গোলাম মহিউদ্দিন জিলানী গং বনাম রুছিয়া বেগম গং

বাদী বিবাদী

১/২নং বিবাদী পক্ষে লিখিত বর্ণনা

নিবেদন এই,

১। বাদীগনের মামলা মিথ্যা, তঞ্চক, হেতু বিহীন উদ্দেশ্য প্রণোদিত হেতু তাহা সরাসরি অগ্রাহ্য হইবে।

২। বাদীগনের মামলা আনয়ন করার কোন Cause Of Action নাই। Cause Of Action এর অভাবে বাদীগনের মামলা খারিজ হই

৩। বাদীগনের মামলা আনয়ন করার কোন Locusstandi নাই। Locusstandi অভাবে বাদীগনের মামলা ডিসমিস হইবে।

৪। বাদীগনের মামলা চরম তমাদিতে বারিত ও পক্ষ দোষে দুষ্ট হয়।

৫। স্বকার্য্যজনিত বাধা, স্বীকারোক্তী, ওয়েভার ও ইকুইসেন্স দোষে বাদীগনের মামলা চলিতে ও রক্ষা পাইতে পারে না।

৬। বাদীগনের মামলা দোষে বারিত বটে।

৭। বাদীগনের আরর্জির স্বীকৃত মতে নালিশী ভূমিকোর্পাস্বত্বে রাজ উদ্দিন মালিক থাকা কি,রাজ উদ্দিন মালিক থাকিয়া আবদুল আজিজ, আবদুল ওহাব, ও আবদুর রশিদকে তিনপুত্র, চস্তি ও স্তর বেগমকে ২ কন্যা রাখিয়া যাওয়া ও তাহারা ওয়ারিশ স্বত্বে স্বত্ববানহওয়া কি, আবদুর রশিদ ভাই বোনদের মধ্যে পারিবারিক আপোষ মতে সাবেক ২৩৭৬ দাগে ১৮শতক ভূমিতে মালিক থাকা ও মৃত্যুতে সুলতান আহাং কে পুত্র রাখিয়া যাওয়া এবং সুলতান ১৮/২/১৯৭১ইং তারিখের ৮১২নং দলিলে জিরাধনের নিকট ১৮শতক ভূমিবিক্রী করা, জিয়াধনের দলিলে সামছুল হক মালিক হিসাবে চৌহদ্দীতে উত্তরে সামছুল হক এর নাম লিপি করা এবং জিরাধন দলিল যাচাই না করা কি জিরাধন বিগত ৭/১০/৮৪ইং তারিখের ১৩৬৪নং দানপত্র মূলে কন্যা লুৎফুন নাহার ও বিবি আয়শাকে দান করা এরা এবং তাহাদের নামে বিএস জরিপে ২৩৫১নং বুঝায়ত খতিয়ান সৃজন করিলে। বিবি আয়শা ০২শতক ভূমিবিগত ৮/৭/২০০৭ইং তারিখের ২০১৭নং দানপত্র মূলে লুৎফন নাহারকে দান করা কি, লুৎফুন নাহার ১১শতক ও বিবি আয়েশা ৭শতক ভূমিতে মালিক হওয়া কি, ১-৬নং বাদীর মাতা বিবি আয়েশা ও ৭-১০নং বাদীর মাতা লুৎফুন নাহার ওয়ারিশ হিসাবে ১৮শতক ভূমিতে উত্তরাধিকারী হওয়া কি ১৮শতক ভ,মির পশ্চিম পাশে হিছাচরা খাল থাকা কি, নালিশী দাগে খালের পাড় বাঁধানো কি, বিগত ২৫/২/২০১৬ইং তারিখের নালিশী দাগে সীমানা দেওয়াল তৈরী করার সময় ১/২নং বিবাদী ও তাহাদের ছেলেরা ১/২নং বিবাদীর নামে ৭০৫নং ডিপি খতিয়ান রেকর্ড করানোরকথা গোপন রাখিয়া ৫৮৭নং খতিয়ানের কথা প্রকাশ করিয়া ভূমিদাবী করা কি বাদীগনের খরিদা দলিলে সামছুলহক দলিল লিখককে দিয়া চৌহদ্দীতে উত্তরে সামছুল হকের নাম ভূল ভাবে লিপি করাইয়া রাখা কি, ২০ নং খতিয়ানের রেকর্ডীয় ব্যক্তি নহে এমন ব্যক্তিদের নিকট হইতে ভ,ঁয়া দলিল করিয়া তদ দ্বারা জরিপ স্তরে ৪০নং

সম্পত্তিতে আপীল করে ৮৯১১/০৭নঃং মামলা আনয়ন করার ব্যাপারে কোন অবগত না থাকা কি আপীল মামলায় False personification এর মাধ্যমে আপষনামা দলিল করিয়া ২নং বিবাদীর নামে ৫৮৭নং খাস খতিয়ান সৃজন করানো কি সাবেক ২৩৭৬দাগে বিএস ৫৮৫২/৫৮৫৪/৫৮৫৫দাগে সৃজন করা ও ৫৮৫৪দাগে ও ৫৮৫৫ দাগের ৭০৫নং ডিপি খতিয়ানের কথা প্রকাশ না করা কি ৩৭ডিং ভূমিবাবত গোপনে ৭০৫/৫৮৭নং খতিয়ান সৃজন করা কি ১/২নং বিবাদী ১৬শতক ভ,মির অতিরিক্ত ভূমিতে মালিক না থাকা কি ১৮শতক ভ,মির উত্তরে রাস্তা পূর্বে ক্যাপ্টেন লাল রোড়, দক্ষিনে হাল ৫৮৫৮/৫৮৫৫ দাগের ভূমিপশ্চিমে চরা হওয়া কি বর্তমান মূল্য বৃদ্ধি হওয়া কি,হাল নালিশী ৫৮৫২ দাগের ১৩শতক ভূমিতে ও বক্রী ০৫শতক ভূমিতে ১/২নং বিবাদী মালিক দখলকার না থাকা কি, বাদীগন ঢাকায় থাকায় এবং ১০মাইল দুরে বাড়ী হওয়ার কারণে সিএস ২০নং খতিয়ানের রেকর্ডীয় ব্যক্তি রাজিয়াদ্দিনের ওয়ারিশগনের নামে রেকর্ড না হইয়া ভূল বশত নিঃস্বত্ববানব্যক্তিগনের নামে ৪৫/৩১২নং এসএ খতিয়ানে রেকর্ড হওয়া কি এবং নিঃস্বত্ববানব্যক্তি হইতে ভ,য়া দলিল সৃজনে ১৮শতক ভূমিগ্রহন করার পাঁয়তারা করা কি ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে প্রতিকার পাওয়া কি এস ৪৫/৩১২নং খতিয়ানের ভূল ভাবে রেকর্ডীয় ব্যক্তিগনের নামে লিপি হওয়া কি ৩১২নং খতিয়ানের ০১শতক ভ,মির স্থলে ০৮শতক ভূমি এওজ করা অসম্ভব হওযা কি, বিগত ২৪/২/১৯৫৮ইং সনে ৫৬৭নং দলিলে আবদুছ ছোবহান সামছুল হকের নিকট এবং উক্ত দাগে বিগত ১৪/৫/১৯৫৮ইং তারিখের ১৭২১নং দলিলে সামছুল হকের স্ত্রী উম্মে কুলছুমের নিকট ০৬শতক ভূমিবিক্রী করা রহস্যজনক হওয়া কি আবুদছ ছোবহানের নাম এসএ খতিয়ানে রেকর্ড না থাকার আবদুছ ছোবহানের মালিকানার ব্যাখ্যা দলিলে না থাকা কি আবদুল হক ও বিবি কুলছুমের বিগত ২৪/১২/১৯৮৫ইং তারিখের ৬৪১৫ এওজ দলিলে ১২শতক ভ,মির মধ্যে ০৮শতক ভ,মির ১/২নং বিবাদীকে এওজ দেওয়ায় ভিত্তি না থাকা কি ২নং বিবাদী ২৩০৭নং এওজ দলিলসূত্রে মটুয়া মৌজার ১২৩ দাগের ভূমিমালিক না থাকায় এওজ দেওয়ার অধিকারী না হওয়া কি ১/২ নং বিবাদী বিগত ২৫/০২/২০১৬ইং তারিখের বাদী স্বত্ব অস্বীকার করার কারণে অত্র মামলা করার কারণ উদ্ভব হওয়া কি এবং বাদীগন প্রার্থীত মতে ডিক্রী পাওযার হকদার ও অধিকারী থাকা কি বাদীগনের ইত্যাকার যাবতীয় উক্তি এই বিবাদীগন অত্যান্ত দৃঢ়তার সাথে অস্বীকার করিতেছে।

৮। প্রকৃত কথা এইঃ- অত্রাদালত এলাকাধীন বাদীর আর্জির তফছিলে বর্নিত সাবেক ২৩৭৬দাগের ভূমিছাগলনাইয়া উপজিলাধীন বাঁশপাড়া মৌজার সাবেক ২০নং খতিয়ানের ভূমিহয়। উক্ত খতিয়ানের রেকর্ডিয় ব্যক্তি আমেনা খাতুন বিবি খতিয়ানের সম্যক ভূমিতে একক মালিক দখলকার হয়। আমেনা খাতুন কদাপিও তদ পুত্র রজিউদ্দিনকে নালিশী দাগ কি কোন ভূমিবন্দোবস্তী প্রদান করে নাই এবং বন্দোবস্তের কোন পাট্টা কবুলিয়ত নাই এবং রজি উদ্দিন তদ মাতাকে কোন খাজনা প্রদান করে নাই এবং রজিউদ্দিনের নামে কোর্পা স্বত্বে লিপি থাকিলেও কিন্তু রজিউদ্দিন জীবমানে কোর্পাস্বত্বে কোন ভূমিদাবী করে নাই দখলকরে নাই। আমেনা খাতুন উক্ত মতে একক মালিক দখলকার থাকিয়া মৃত্যুকালে রজি উদ্দিন ও চাঁনমিয়াকে পুত্র ওয়ারিশ রাখিয়া গেলে তাহারা ওয়ারিশী স্বত্বে স্বত্ববানহয়। রজি উদ্দিন ও চাঁন মিয়ার মধ্যে পারিবারিক আপোষ চিিহ্নত মতে ভূমিভাগ বন্টন করিয়া চিহ্নিত ভাবে ভূমিভোগ দখলকার থাকা অবস্থায় চঁাঁনমিয়া নালিশী ২৩৭৬ দাগের ২৮শতক ভূমিসহ অপরাপর ভূমিএকাইয়া নেওয়ায় তাহার অবর্তমানে তদ পুত্র আবদুল হকের নামে এমআরও আর ৪৫নং খতিয়ান অপরাপর ব্যক্তি সহ রেকর্ড হইয়া চুড়ান্ত আছে। নালিশী দাগে ২৮শতক ভ,মির মধ্যে চাঁন মিয়া র পুত্র আবদুছ ছোবহান ১২শতক ও আবদুল হক ১৬শতক ভূমিতে মালিক দখলকার হয় এবং অপর পুত্র সামছুল হক তাহার জেঠা ও আঃ আজিজ, আবদুল ওহাব ও আবদুর রশিদ পিতা মৃত রজি উদ্দিনের নামের সাথে এসএ ৪৩ নং খতিয়ানে রেকর্ড হইয়া বহাল ও বলবত আছে। নালিশী দাগের ভূমিতে সামছুল হক কোন ভূমিপ্রাপ্ত হয় নাই।

আবদুছ ছোবহান উক্ত মতে মালিক হইয়া বিগত ২৪/২/১৯৫৮ইং তারিখের ৫৬৭নং ছাপকবলা মূলে নালিশী দাগে ০৬শতক ভূমিসামছ,ল হকের নিকট বিক্রী করে এবং উক্ত দাগে ০৬শতক ভূমিবিগত ১৪/৫/১৯৫৮ইং তারিখের ১৭২১নং ছাপকবলামূলে উম্মে কুলছুমের নিকট বিক্রী করে এবং উক্ত দলিলের চৌহুদ্দীতে উত্তরে সামছুল হকের কথা স্বীকার করে। সামছুল হক ও উম্মে কুলছুম উক্ত মতে ১২শতক ভূমিতে নালিশী ও বে-নালিশী দাগ খরিদ করিলেও কিন্তু বিক্রেতা নালিশী ২৩৭৬দাগে ১২ শতক ভ,মির বাস্তব দখল দিয়া থাকে। তদমতে সামছুলহক ও উম্মে কুলছুম বিগত ২৪/১২/৮৫ইং তারিখের ৬৪১৫নং এওজ দলিলে ১নং বিবাদীকে ১২শতক ভূমিএওজ দিয়া দখল হস্তান্তর করিলে ১নং বিবাদী তাহাতে মালিক দখলকার হয়। আবদুল হক ১৬শতক ভ,মির মধ্যে ১শতক ভূমি তদ পুত্র দেলোয়ার হোসেন ও বেলায়েত হোসেনকে মৌখিক ভাবে দান করিয়া দখল হস্তান্তর করিলে তাহাদের নামে এস এ ৩১২নং খতিয়ানে রেকর্ড হইয়া বহাল ও বলবত আছে। অতপর আবদুল হক মৃত্যুকালে উক্ত দুই পুত্রকে ওয়ারিশ রাখিয়া গেলে তাহারা বক্রী ১৫শতক ভূমিতে ওয়ারিশী স্বত্বে স্বত্ববানহয়। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত সাবেক ২৩৭৬দাগের উত্তরাংশের উপর দিয়া বর্তমানে হিছাচরা পাক্কা গ্রামীন রাস্তা থাকায় উক্ত রাস্তায় ০৮ শতক ভূমিঅন্তভ,ক্ত হয় এবং বক্রী ০৮শতক ভূমিউক্ত দেলোয়ার ও বেলায়েত বিগত ১৫/১২/১৯৮৫ইং তারিখের ৬৩০৭নং এওজ দলিল মূলে ২নং বিবাদীকে এওজ দিয়া তদ পরিবর্তে ২নং বিবাদীর মটুয়া মৌজাস্থিত ২১নং খতিয়ানের ১২৩দাগের ভূমিএওজ নিয়া থাকে। উক্ত মতে নালিশী দাগে ১নং বিবাদী ১২শতক এবং ২নং বিবাদী ০৮শতক একুনে ২০শতক ভূমিতে মালিক দখলকার হইয়া বাদীগন ও এলাকার সর্ব সাধারনের জানা ও দেখা মতে সনসনা সরকারী রাজস্ব আদায়ে ভোগ দখলকার হয় ও থাকে। ইতি মধ্যে এলাকায় বাংলাদেশ জরিপের কাজ আরম্ভ হয় এবং ২নং বিবাদী শারিরীক ভাবে অসুস্থ থাকায় এবং ১নং বিবাদীনি মহিলা হওয়ায় জরিপ কর্মচারীদের সাথে যোগাযোগ করিয়া তাহাদের নামে রেকর্ড করাইতে পারেনি, জরিপ কর্মচারীগনকে বেআইনীভাবে বাধ্য করিয়া নিঃস্বত্ববান বাদীগনের উদ্ধর্তন মৌরশ বিবি আয়েশা ও লুৎফন নাহারের নামে মাঠে এই বিবাদীগনের মালিক দখলীয় বেনালিশী সাবেক ২৩৭৫/২৩৯৮দাগের কতেক ভূমিসহ নালিশী দাগের ভূমিনিয়া বিএস জরিপে হাল ৫৮৫২নং দাগ সৃজনে ১৩শতক ভূমিবাবত মাঠ বুজায়ত ২৩৫১নং খতিয়ানে ভূল ভাবে রেকর্ড করিয়া থাকে। ২নং বিবাদী উক্ত বিষয় অবগত হইয়া SAT. ACT এর ৩০ বিধি মতে আপীল দলিল স্বাপেক্ষে ৪০নং আপত্তি মামলা আনয়ন করিয়া পরবর্তীতে জরিপ আপীল ৮৯১১/০৭ নং মামলা আনয়ন করিলে বাদীগনের মৌরশের সাথে আপোষ মতে তাহাদের অনাপত্তিতে ২নং বিবাদীর নামে উক্ত ১৩ শতক ভূমিবাবত ৫৮৭নং ডিপি খতিয়ান সৃজন করতঃ তাহা অদ্যাবধি পর্যন্ত বহাল ও বলবত আছে। হাল নালিশী ৫৮৫২দাগের মধ্যে সাবেক বে-নালিশী ২৩৯৮ দাগের ০৪ শতক ও ২৩৭৫ দাগের ০১ শতক এবং নালিশী সাবেক ২৩৭৬দাগে ০৮শতক ভূমিরহিয়াছে। ইহা ছাড়া নালিশী দাগে বক্রী ১২শতক ভূমিহাল বিএস ৫৮৫৪/৫৮৫৫দাগের অর্ন্তভ,ক্ত হইয়া বেনালিশী দাগ সমেত বিবাদীগনের নামে ৭০৫ নং ডিপি খতিয়ানে রেকর্ড হয়। বাদীর কথিত মতে রজিউদ্দিন নালিশী দাগের কোন ভূমিপ্রাপ্ত হয় নাই এবং তাহার অবর্তমানে তদ পুত্র আবদুল রশিদ মালিক হয় নাই এবং আবদুর রশিদের অবর্তমানে পুত্র সুলতান আহাং মালিকানা অর্জন করে নাই এবং সুলতান আহাং এর নামে এসএ জরিপে কোন খতিয়ানে রেকর্ড হয় নাই এবং সুলতান আহাং সরকারের বরাবরে নালিশী দাগের কোন খাজনা পরিশোধ করে নাই,দখল করে নাই এবং বিগত ১৮/২/১৯৭১ইং তারিখের ৮১২নং দলিলমূলে জিরাধনের নিকট বিক্রী করার অধিকারীনি ছিল না এবং জিরাধন দখল প্রাপ্ত হয় নাই এবং দখল করে নাই বিধায় জিরাধন তদ কন্যাদ্বয় কে বিগত ৭/১০/১৯৮৪ইং তারিখে ৬৩৬৪নং দানপত্র মূলে দান করার অধিকারীনি ছিলনা এবং দান পত্র মূলে দখল হস্তান্তর করিতে না পারায় কথিত দানপত্র কাগুজে কাজ কারবার হয় এবং আজও Acted Upon হয় নাই বিধায় বাদীগনের মাতাদ্বয় নালিশী দাগের ভূমিতে কোন স্বত্ব অর্জন করে নাই। তদুপরি জিরাধনের কথিত দলিলের চৌহুদ্দীতে উত্তরে সামছুল হক উল্লেখ থাকায় এবং সামছুল হকের দলিল ১৯৫৮ইংসনে খরিদ করায় এবং জিরাধনের স্বীকৃত

মতে সামছ,ল হক উত্তরাংশে মালিক থাকায় সামছ,লহক ও তদস্ত্রী হইতে ১নং বিবাদীনি এওজ সূত্রে মালিক থাকায় মৌরশের স্বীকৃত বিষয় তদ ওয়ারিশ অস্বীকার করার কোন অধিকারী নহে। বাদীগনের কথিত মতে আয়শা মালিকানা অর্জন না করায় তাহার বিগত ৮/৭/০৭ইং তারিখের ২০১৭নং দলিল পনবিহীন অকার্য্যকরী কাগুজে কাজকারবার দলিল হয়। বাদীগন কি বাদীগনের অধুনামৃত মাতা নালিশী দাগে যদি মালিক দখলকার থাকিত তবে জরিপ স্তরে ২নং বিবাদীর বরাবরে আপোষে দাবী ত্যাগ দিত না। আপোষে দাবী ত্যাগ দেওয়ায় তাহারা পরবর্তীত্তে রিভিউ ও রিভিশন আনয়ন না করিয়া তাহা আপোষে মানিয়া নিয়া বর্তমানে বাদীগনের আরর্জিতে হাল ৫৮৫২দাগের ভূমিদাবী না করায় বাদীগন হাল কোন দাগের ভূমিতে প্রকৃত ভাবে দখলে না থাকায় দখলবিহীন বাদীগনের মামলা অত্রাকারে ও প্রকারে চলিতে পারে না। বাদীগন সরকার সহ এমআরওআর ৪৫/৩১২নং খতিয়ানের রেকর্ডীয় ব্যক্তিদেরকে অত্র মামলা পক্ষ না করায় বাদীগনের মামলা পক্ষ দোষে দুষ্ট হয়। তদুপরি বাদীগন ১৯৮৯ইং সনে হইতে বাংলাদেশ জরিপের বিষয় অবগত হইয়া মামলা সাজাইবার জন্য দীর্ঘ তামাদি যুক্তে বিগত ২৫/২/২০১৬ইং তারিখে মিথ্য Cause Of Action দেখাইয়া অত্র মিথ্যা ও পিড়াদায়ক মামলা আনয়ন করায় বাদীগনের মামলার ময় খরচ ডিসমিস হইবে।

বক্রী বাচনিক শুনানীকালে নিবেদিত।

সত্যপাঠ

অত্র বর্ণনার যাবতীয় বিবরণ সত্যজ্ঞানে

নিম্মে নিজ নাম স্বাক্ষর করিলাম।

ইতি তাং-